পল্লবী আর্ট
আল্পনা, মেহেন্দী, ওয়াল পেন্টিং, ফেব্রিক, গ্লাস পেন্টিং যত্ন সহকারে করা হয়।
বাচ্চাদের খুব যত্ন সহকারে আঁকা শেখানো হয়।
Mob. : 8240006480

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৯৬৪৭৭৯১৯৮৬

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Rgn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 6 ❑ Issue 09 ❑ 19 May 2022 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 2

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

বিপজ্জনক শিরিষ গাছের ডাল ভেঙে মৃত ২, সড়ক অবরোধ-বিক্ষোভ

যশোর রোডের উপর থাকা বিপজ্জনক গাছের ডাল কাটার নির্দেশ দিলেন জেলা শাসক

জয় চক্রবর্তী : যশোর রোডের পাশে থাকা প্রাচীন শিরিষ গাছের ডাল ভেঙ্গে দু'জনের মৃত্যুর পরই নড়েচড়ে বসল প্রশাসন। বনগাঁ মহকুমা শাসকের দপ্তরে বনগাঁ মহকুমার সমস্ত প্রশাসনিক কর্তাদের নিয়ে বৈঠক করতে এলেন জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা। তিনি এদিন প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করার পর যশোর রোডের পাশে থাকা বিপজ্জনক শিরিষ গাছের ডাল চিহ্নিত করে কাটার নির্দেশ দেন।

এই বিষয়ে উত্তর ২৪ পরগনা জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা বলেন, আজ বনগাঁ মহাকুমার তিনটি ব্লকের বিডিও ও বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। পিডব্লিউডি অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার এসেছিলেন, আমি তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি অতি দ্রুততার সঙ্গে যশোর রোডের উপরে থাকা বিপদজ্জনক গাছগুলিকে ট্রিমিং করার জন্য। অতি দ্রুততার সঙ্গে কাজ শুরু হবে।

উল্লেখ্য, গত রবিবার সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ যশোর রোডের পাশে থাকা প্রাচীন শিরিষ গাছের একটি ডাল ভেঙে পড়ে মৃত্যু হয় চাঁদপাড়া বাসিন্দা রতন মন্ডল (৪৮) এবং গাইঘাটার রাজাপুরের বাসিন্দা স্নেহাংশু বিশ্বাস ওরফে বাবলার (৪৭)।

ওই ঘটনার পর উত্তেজিত জনতা গাছের গুড়ি ফেলে সড়ক অবরোধ শুরু করেন। সকাল সাড়ে ১১ টা থেকে দুপুর ২টো ১৫ পর্যন্ত অবরোধ চলে। এর জেরে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয় যশোর রোডে। গাড়ির দীর্ঘ লাইন পড়ে যায়। অবরোধকারীদের মধ্যে ভবতোষ দত্ত বলেন, "গাছ কেটে চাকদা রোড

সম্প্রসারণ করা হয়েছে। তেতুলিয়া রোড সম্প্রসারণ করা হয়েছে। তাহলে যশোর রোড কেন করা হবে না? এই গাছগুলি বহু বছরের পুরনো। গাছগুলো কেটে নতুন গাছ লাগিয়ে রাস্তা সম্প্রসারণ করা হোক। দুপুর দুটো নাগাদ ঘটনাস্থলে যান তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি গোপাল শেঠ, গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গোবিন্দ দাস এবং গাইঘাটার বিডিও সঞ্জয় সেনাপতি। তারা অবরোধকারীদের সমস্যা মেটানোর আশ্বাস দেন। এরপরই অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

গোপাল বাবু বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতার কারণে রাস্তা সম্প্রসারণ হচ্ছে না। বিপজ্জনক গাছ কাটা থমকে রয়েছে। গাছ যদি কাটা না হয়, আগামী দিনে আমরা আন্দোলনের পথে হাঁটব।

তৃতীয় পাতায়...

রাস্তায় উনুন জ্বালিয়ে রান্না করে প্রতিবাদ মিছিল তৃণমূলের

প্রতিনিধি : দ্রব্যমূল্য ও গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে মিছিল করে রাস্তায় কয়লার উনুন

জ্বালিয়ে রান্না করল তৃণমূল কর্মীরা। মিছিল শেষে নরেন্দ্র মোদির কুশপুতুল দাহ করে তাঁরা। সোমবার বিকালে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার ডাকে এ মিছিলটি বনগাঁ ডিএন ৪৪ বাস স্ট্যান্ড থেকে শুরু হয়। ত্রিকোণ পার্ক এলাকায় এসে শেষ হয়। ফেস্টুন প্ল্যাকার্ড এবং কাগজের তৈরি গ্যাসের সিলিন্ডার নিয়ে এই মিছিলে কয়েক হাজার তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা অংশগ্রহণ করেন। ত্রিকোণ

তৃতীয় পাতায়...

ভারতীয় পাসপোর্টসহ ধৃত বাংলাদেশি

প্রতিনিধি : চোরাপথে ভারতে এসে বেআইনিভাবে ভোটার আধার পাসপোর্ট বানিয়ে বাংলাদেশে গিয়েছিল এক বাংলাদেশি। সোমবার ফের ভারতে ফেরার পথে পেট্রাপোল অভিবাসন দফতরের হাতে আটক হলো সে। পরে পেট্রাপোল থানার পুলিশের হাতে তুলে দিলে তাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতর নাম জয়ন্ত কীর্তনীয়া। বাড়ি বাংলাদেশের মুন্সীগঞ্জে। কয়েক বছর আগে চোরাপথে ভারতে এসেছিল সে। এক ভারতীয় দালাল ধরে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড ও পাসপোর্ট তৈরি করেছিল । সম্প্রতি সেই পাসপোর্ট নিয়ে বাংলাদেশ গিয়েছিল সে। সোমবার বাংলাদেশ থেকে ভারতে ফিরছিল।

চতুর্থ পাতায়...

পৌরসভার কর্মীকে মারধর, ধৃত ২

প্রতিনিধি : ডিউটি রত অবস্থায় পৌরসভার এক কর্মীকে মারধর করার অভিযোগে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করল বনগাঁ থানার পুলিশ। শুক্রবার গভীর রাতে মারধরের ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার যশোর রোডের বিএসএফ ক্যাম্প মোড় এলাকায়।

পুলিশ জানিয়েছে ,ধৃতদের নাম শ্রীবাস দাস ও তারিকুল মন্ডল। বাড়ি বনগাঁ শিমুলতলা ও ভিড়ে এলাকায়। আহত পৌর কর্মীর নাম অভিষেক মোদক। বর্তমানে সে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অভিযোগ একদল অসাধু ব্যবসায়ী ও তাদের লোকজন পার্শ্ববর্তী নেতাজি মার্কেট এলাকায় তুলে এনে তাঁকে মারধর করে।"

তৃতীয় পাতায়...

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

ধানের গাদায় আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ

প্রতিনিধি : রাতের অন্ধকারে বৃদ্ধ চাষির ধানের গাদায় আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল। সোমবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে গাইঘাটা থানার ধর্মপুর তেতুলতলা এলাকায়। বৃদ্ধ চাষী দিলীপ ব্যানার্জি মন্ডল বার গাইঘাটা থানায় ঘটনার তদন্ত চেয়ে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, দিলীপ বাবু এবছর তারা প্রায় সাড়ে চার বিঘা জমিতে ধান চাষ করেছিলেন। সোমবার প্রায় সাড়ে তিন বিঘা জমির ধান কেটে বাড়িতে জড়ো করেছিল।

চতুর্থ পাতায়...

স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা, ধৃত পুলিশকর্মী

প্রতিনিধি : স্ত্রীকে শারীরিকভাবে অত্যাচার করে কেরোসিন তেল ঢেলে পুড়িয়ে মারার চেষ্টার অভিযোগে এক পুলিশ কর্মীকে গ্রেফতার করল গাইঘাটা থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে ধৃত ওই কর্মীর নাম মিঠুন দেবনাথ। বাড়ি গাইঘাটা থানার ঘোঁজা হাঁসপুর এলাকায়। জিআরপি পুলিশে কর্মরত।

চতুর্থ পাতায়...

SHREYA MOTORS
Finance Available
এখানে সমস্ত ধরনের পুরাতন মোটর সাইকেল এবং চারচাকা ক্রয় ও বিক্রয় করা হয়। পুরাতন গাড়ি এক্সচেঞ্জের সুবিধা আছে।
ঢাকুরিয়া কালীবাড়ি (চাঁদপাড়া), উত্তর ২৪ পরগণা প্রোঃ নিলয় পাঠক Mob.: 7797981139
ঢাকুরিয়া কালীবাড়ি পোষ্ট অফিসের সন্নিকটে

সবার পছন্দ
নিমলি
মা এর Vaccination তো হলো
এবার শাড়ি টা ?
আমাদের দ্বিতীয় শোরুম
কোর্ট রোড, হাই স্কুল এর সামনে, বনগাঁ

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৬ ❐ সংখ্যা ০৯ ❐ ১৯ মে, ২০২২ ❐ বৃহস্পতিবার

দুর্নীতি মুক্ত নেতা-মন্ত্রীই পারে আমজনতাকে স্বস্তি দিতে

সাম্প্রতিককালে দেশের দুরারোগ্য ব্যাধি হল দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। নাভিঃশ্বাস উঠছে আমজনতার। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম ক্রমবর্ধমান। এর জন্য অবশ্য প্রাথমিকভাবে সার কীটনাশক থেকে পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধিকেই দায়ী করতে হয়। সে বিষয়ে সরকারকে কিছু বলতে গেলেই রাজ্য— কেন্দ্র সংঘাত চরমে ওঠে। সাম্প্রতিক কালে কেন্দ্রীয় সরকারকে পেট্রোপণ্যের উপর ভর্তুকি কমানোর কথা বললে তার দায় রাজ্য সরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজে হাফ ছেড়ে বাঁচে। তার প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রীকে এ বিষয়ে বলা হলে তিনি উল্টে কেন্দ্র সরকারের ঘাড়ে দায় চাপিয়ে প্রসঙ্গ অন্যদিকে নিয়ে যান। তাঁর সাফ জবাব- কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকারের প্রাপ্য বকেয়া মেটালেই তিনি এবিষয়ে ভেবে দেখবেন। তাহলে আমজনতার আখেরে লাভ হল কোথায়? সাম্প্রতিক কালে রাজ্যের কিছু কিছু জায়গায় রাস্তার উপরে কাঠের উনুনে রান্না করে প্রধানমন্ত্রীর কুশপুতুল পুড়িয়ে প্রতিবাদ করা হচ্ছে। এটি কী সমাধানের কোন রাস্তা না সাধারণ জনগণকে দেখানো যে, 'আপনারা দেখুন! আমরা আপনাদের জন্য কত কিছু করছি!' বর্তমান সময়ে ১০০ দিনের কাজের ন্যায্য পাওনা পাচ্ছে না প্রকল্পে নিযুক্ত কর্মীরা। অনেকে দাবী করছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা চলে যাচ্ছে অন্যের অ্যাকাউন্টে। স্বাস্থ্য সাথী নিয়ে তো অভিযোগ ভুরি ভুরি! সাধারণ জনগণ যদি সঠিক পরিষেবা না পায়, তাহলে লোক দেখানো প্রকল্প শুরু করে লাভ কী! সাধারণ জনগণের টাকায় নির্বাচন করে, তাদের ভোটে জিতে আমাদের নেতা মন্ত্রীগণ ঢুকে যান AC ঘরের মধ্যে। তারপর তাদের অধিকাংশ সময় যদি চলে যায় C.B.I., ইডি দপ্তর ও কোর্টে হাজিরা দিতে দিতে, তাহলে তারা সাধারণ জনগণের কথা ভাববেন কখন! প্রবাদ তো রয়েছেই- 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।' দুর্নীতি মুক্ত ব্যক্তিবর্গ যদি মন্ত্রী সভায় আসেন এবং নিঃস্বার্থভাবে জনগণের সেবায় নিয়োজিত হন, তাহলেই সাধারণ মানুষ ফেলবে স্বস্তির নিঃশ্বাস।

সন্ধ্যা কুমুদ কালচারাল একাডেমীর রবি বন্দনা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১৮ মে ঠাকুরনগর ষ্টেশন সংলগ্ন খেলার মাঠে বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ঝর্ণা মন্ডল কর্তৃক কবিগুরু রবীন্দ্র ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে মাল্য অর্পনের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন শেষে একাডেমীর শিক্ষার্থীগনের সমবেত কণ্ঠে কবিগুরুর 'আগুনের এই পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে' সংগীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় ঠাকুরনগরের সন্ধ্যা কুমুদ কালচারাল একাডেমী আয়োজিত কবি বন্দনার অনুষ্ঠান।

একাডেমীর প্রাণপুরুষ পার্থ ঘোষ ও সুতপা ঘোষের পরিচালনায় সংস্থার ছোট-বড় শিক্ষার্থীরা কবিগুরুর কবিতা, সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজোর মাধ্যমে কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এদিনের কবি প্রণামের অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন বর্ষিয়ান সংগীত শিক্ষক কেনারাম ঘোষ, সংগীত শিল্পী ঝর্ণা মন্ডল, মানবেন্দ্র হালদার, প্রখ্যাত তবলা বাদক মানিক নন্দী, সংগীত প্রেমী দীপক বালা, বিশিষ্ট শিক্ষক প্রশান্ত রায় প্রমুখ। মাঠভর্তি রবীন্দ্র অনুরাগি মানুষজনের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে সন্ধ্যা কুমুদ কালচারাল একাডেমী আয়োজিত এদিনের রবীন্দ্র জয়ন্তীর অনুষ্ঠান বেশ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনায় পর্ণা রায়ের মুন্সিয়ানা প্রশংসার দাবি রাখে।

প্রাপ্ত রাষ্ট্রীয় সম্মান সকলের সাথে ভাগ করে নিল মছলন্দপুর ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত

সঞ্জিত সাহা ঃ মছলন্দপুর ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়। বিপর্যয় মোকাবিলায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের এই পুরস্কার লাভ।

বিপর্যয় মোকাবিলা অর্থাৎ আমপান এবং পরবর্তী সময়ে অতিমারী কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে পঞ্চায়েত এলাকার অসহায়, দুর্গত মানুষজনকে যে পরিষেবা দেওয়া হয়েছে, সেই কাজে স্থানীয় যে সব সংস্থা, ক্লাব-সংগঠন ও সমাজকর্মী গ্রাম পঞ্চায়েত এর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আর্ত মানুষজনের পাশে দাঁড়িয়েছেন, সেবা করেছেন, সেই সমস্ত সমাজ সেবকগণকে গত ৯ই মে এক অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। গত ২৫শে বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬২তম জন্ম জয়ন্তীর শুভক্ষণে অনুষ্ঠিত এক সভায় পঞ্চায়েত এলাকার সকল ক্লাব ও সংগঠনের প্রতিনিধিদের সাথে এই মহতী পুরস্কার ভাগ করে নেন।

স্থানীয়দের মতে এটি মছলন্দপুর ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ইতিহাসে একটি গৌরবময় অধ্যায়। ভারত সেবার এই সম্মান ও পুরস্কারলাভ মছলন্দপুর ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে মানুষের সেবায় আরোও বেশি বেশি কাজ করার প্রেরণা জোগাবে বলে এলেকাবাসীর ধারনা।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
সার্বভৌম সমাচার ৯২৩২৬৩৩৮৯৯ / ৮৯১৮৭৩৬৩৩৫

'পথের পাঁচালি' ঃ রূপকথা থেকে মন্বন্তরের বাস্তবতা

নির্মল বিশ্বাস

বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালি' বইটি প্রথম পড়িছিলাম যখন ক্লাস সেভেনে পড়ি। তখন সদ্য কিশোর। আমাদের বনগাঁ হাই স্কুলের বাংলা শিক্ষক গৌরবাবু ছিলেন লাইব্রেরিয়ান। তিনিই বইয়ের আলমারি থেকে হাজারো বইয়ের মধ্য থেকে বইটি খুঁজে এনে দিয়ে বলেছিলেন, 'পড়বে কিন্তু। ভালো লাগবে দেখো।' সত্যিই, সেদিন বইটি পড়ে মনে হয়েছিল কী অনায়াস সৃষ্টি। তাই অপু-দুর্গাকে মনে মনে ভালোবেসে ফেলেছিলাম এক লহমায়। ঠিক যেন নিজেকে ভালোবাসার মতো। নিজের মন-আনন্দ আর বিস্ময়কে খুঁজে পেয়েছি ওদের মধ্যে।

সেই ছেলেবেলায় বছরে দুবার মাসির বাড়ি শান্তিনিকেতন বেড়াতে যেতাম, হাফ-ইয়ার্লি আর ফাইনাল পরীক্ষার শেষে। সেখানে সারাদিন মাঠে-ঘাটে, বন-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতাম অপু-দুর্গার মতো, আমার ছোট মাসতুতো ভাইকে সঙ্গে নিয়ে। তখন ও-ই ছিল আমার একমাত্র খেলার সঙ্গী। বীরভূম ও বোলপুরের গৈরিক মাটির একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে। তবে, তার সঙ্গে বনগাঁ বারাকপুর বিভূতিভূষণের গ্রামের ভৌগোলিক অবস্থানের মিল না হলেও, গ্রাম্য প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে মেলে ধরার যে এক নিবিড় সহজতা আছে— তা নিজস্ব যুক্তিমন্ত্রে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত।

মনে পড়ছে, যেদিন ইন্দির ঠাকরুন মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যুতে খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। সর্বজয়ার ওপর মনে মনে খুব রাগ হতো, নিজের ননদকে কষ্ট দিত বলে। খুব খারাপ লাগত, এটুকু বোঝার ক্ষমতা তখনও হয়নি। যে দারিদ্র্যই মানুষকে নিষ্ঠুর অকরুণ করে দেয়। অভাব অনটন মানুষকে নীচ করে, নীতিহীন করে— সেটুকু অনুধাবন করার মতো মন তখন ছিল না। শুধু মন ছুঁয়ে গিয়েছিল কত তুচ্ছ সাধারণ অকিঞ্চিৎকরকে বৃহৎ-এর মর্যাদা দিয়েছেন বিভূতিভূষণ। শুধু তাই নয়, কত সহজেই গরিব মানুষের কথা লিখেছেন। গাঁয়ের সাধু-সন্ন্যাসী, মুদি দোকানি, মাস্টার, ভিখারি, গায়ক, ফেরিওয়ালা, আম পাড়ানি, পুতুল নাচওয়ালা, মক্কেলের কথা স্বচ্ছন্দে শুনিয়েছেন। সবেতেই অপু-দুর্গার 'হা-করা' ব্যাপারটা বেশ লেগেছিল। কারণ, আমি নিজে তখন যথেষ্টই 'হা-করা' ছিলাম। বিভূতিভূষণের গ্রাম স্বচক্ষে দেখেছি বটে, কিন্তু সেভাবে দেখিনি কখনও। তবে সেদিন বিভূতিভূষণই আমাকে গল্পের মধ্য দিয়ে আশ্চর্য এক রঙিন আজব গাঁয়ের রূপকথা দেখার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তিনি দেখালেন দিকশূন্যপুরের মতোই রোমান্টিক নিশ্চিন্দিপুর।

'পথের পাঁচালি'তে দেখলাম, বীরু রায়ের মৃত্যু। যে ইন্দির ঠাকরুণ এখন গাল তোবড়ানো, মাজা ভাঙা পঁচাত্তরের বৃদ্ধা, তিনিও ছিলেন এক সময় ছিপছিপে তন্বী তরুণী। আর গাঁয়ের ধার ঘেষে বয়ে চলেছে ইছামতী নদী কুল কুল বেগে। প্রবল প্রতাপ কুঠিয়াল জন লারমা। নিশ্চিন্দিপুর গাঁয়ের উত্তরপ্রান্তে হরিহর রায়ের ক্ষুদ্র কোঠাবাড়ি। হরিহর পেশায় যজমানি ও গুরুগিরি করেন। অযথা আশাবাদী হরিহর জীবিকার সন্ধানে বিদেশে যায়।

বাঁশবনের শতছিদ্র দরমার ঘরে মৃত্যু হয় দুর্গার। তারপর নিশ্চিন্দিপুর ত্যাগ করা। সব মিলিয়ে 'পথের পাঁচালি'র জীবন সেই অপরিণিত বয়সে বড়ই মধুময় লেগেছিল। যেহেতু সেই অপরিণত কিশোর বয়সের সারল্যের অনেকটাই স্বপ্ন আর কল্পনা দিয়ে গড়া।

আবার পরিণত বয়সে বারবার পড়েছি 'পথের পাঁচালি' উপন্যাস। তখন দেখেছি কি অদ্ভুত সমাজ বাস্তবতা এর সর্বাঙ্গ জুড়ে। অপুর মধ্যে যেন খুঁজে পেয়েছিলেন, "জয় অফ লাইফ"। কারণ, বিভূতিভূষণ নিজে ছিলেন অকৃপণ আনন্দ সন্ধানী। তাই তিনি বলেছেন, 'যে বিস্মিত হয় না, মুগ্ধ হয় না, সে প্রাণহীন।' বড় হয়ে বুঝেছি, অপরিসীম সমাজ ও ইতিহাস চেতনা বিভূতিভূষণের প্রতিটি রচনায়।

১৯২৯ সালে এই বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পড়ে গিয়েছিল আর কতকগুলো সমাজ ও রাজনৈতিক ইতিহাসের জীবন্ত ছবি। একই সঙ্গে এই উপন্যাসের কর্কশ

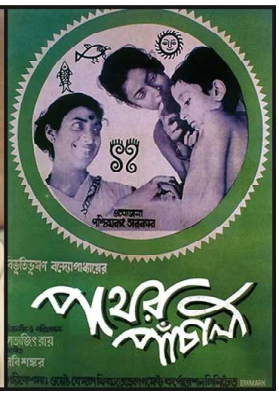

বাস্তবতার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্টে যুক্ত হয়ে পড়ে। বিভূতিভূষণের আত্মার সঙ্গে অপুকে একাত্ম মনে হতে থাকে। ১৯১৪ সালে অপু ম্যাট্রিক পাশ করে গেলেন রিপন কলেজে আইএ পড়তে। বিভূতিভূষণ তাই পড়েছেন। দেখা গেল 'পথের পাঁচালি'র রচনাকাল উনিশ শতকের নয়ের দশক থেকে বিশ শতকের প্রথম পর্বে। অদ্ভুত ভাবে মিলে যাচ্ছে সব। ১৮৯৪ ছিল বিভূতিভূষণের জন্ম সাল। এর এক দেড় বছরের মধ্যেই ইন্দির ঠাকরুণের মৃত্যু। নিশ্চিন্দিপুরের বসবাস সমাপ্ত ।

'বল্লালী বালাই' ঘুচলো। জানতে পারি, 'বেঙ্গল ইন্ডিগো কনসার্নের হেডকুঠি' ছিল এই নিশ্চিন্দিপুরে। কুঠিয়াল দোর্দণ্ডপ্রতাপ শ্বেতাঙ্গ ম্যানেজার লারমা। অসামান্য কাব্যিক বর্ণনা বিভূতিভূষণের লেখনিতে রয়েছে, 'নদীর ধারের অনেকটা জুড়িয়া সেকালের কুঠিটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় হিংস্র জন্তুর কঙ্কালের মতো পড়িয়াছিল।'

ইন্দিরের মৃত্যু হল, আর 'আম আটির ভেঁপু'র শুরু সেখানেই। 'অবাধগতি', 'মুক্তপ্রাণ', 'ভবঘুরে যুবক' হরিহর এখন 'মধ্যবয়সী' ও 'পুরোদস্তুর একজন সংসারী'। শেষে সকলের দয়া ও করুণার পাত্র হরিহর কাশী গমনের স্বপ্নে বিভোর হয় ব্রাহ্মণতুটুকু সম্বল করে। হরিহরের আশ্বাস বাণী--'দুঃখ এ দেশে বারোমাস লাগিয়াই আছে, সাহস করিয়া সেখানে যাইতে পারিলেই সব দুঃখ ঘুচিবে।'

মাকে দেখে দেখে দুর্গার সংসার করার স্বপ্নটা একটু একটু করে জড়ো করছিল। তাই ওর স্বপ্ন ছিল, 'আমার বিয়ে যেন ওখানেই হয় সুদর্শন, রাধুর দিদির মতো বাজি বাজনা হয়।' দুর্গা খুব সাজতে ভালোবাসত।তাই বন থেকে ঢোলকলমি ফুল তুলে নোলক পরত। লুকিয়ে লুকিয়ে সাজবে বলে পুঁথির মালাটা চুরি করেছিল। দুর্গার বিয়ে হল মৃত্যুর সঙ্গে। একদম চুপিচুপি। এই তো তার প্রণয়ের ধরন। ইন্দির ঠাকরুণের মৃত্যু, দুর্গার মৃত্যুর সুর, তার সানাইয়ের তান সপ্তকের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তীব্র ঝংকার, মননের সঙ্গে একাকার হয়ে গেল।

আবার সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালি' রবিশঙ্করের পাঁজার দাঁড়ের শব্দ এঁকে দেওয়া গভীর যন্ত্রণা। পল্লি গ্রামের শিক্ষা-দীক্ষা হীন একটি মেয়ে— পরিবারের পুত্র সন্তানের মতো পরিচর্যা তো পেল না। কিন্তু কেন। কন্যা সন্তান বলে। মাত্র দু-দিনের জ্বরে ভুগে বিনা চিকিৎসায় দুর্গাকে অসময়ে মরে যেতে হয়েছে। মায়ের কটূক্তি, লাঠি-ঝাটা, চুলের মুঠি ধরে পিঠে দু-চার ঘা কষে দেওয়া, এসব সঙ্গী করে— যাও বেরোও একেবারে জন্মের মতো যাও— আর কখনও যেন বাড়ি ঢুকতে না হয়— একেবারে ছাতিমতলায় দিয়ে আসি।' এই ছাতিমতলা ছিল নিশ্চিন্দিপুরের মহাশ্মশান। ভাষার এই রূঢ়তা বর্বরতা তো আপাতই। অন্তরের প্রত্যাকাঙ্ক্ষা কখনই নয়।

এক শরতে বিসর্জন হয়েছিল দুর্গার। তখন অপুর বয়স কতই বা হবে। এই ছয় সাত। অত কিছু বুঝত না। শুধু দূরে দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে দেখছিল দিদি দুর্গার চলে যাওয়া। অথচ সারদিন দুর্গার সঙ্গে বনে-বাদাড়ে ঘুরেছে। অপু ছিল দুর্গার নেওটা। আবার খেলার সঙ্গী নয় সারাক্ষণের সঙ্গী। দোষ করলে অপুর বেলায় সাতখুন মাপ। ছেলে বলে কথা। আসলে বংশের শিব রাতের সলতে। আর দুর্গার সঙ্গে সারাদিন মা খিটখিট করত।

বিশ শতকের শুরুর রাজনৈতিক অস্থিরতা, যুদ্ধের তাণ্ডব, মন্বন্তরের হতশ্রী রূপেরই প্রতিফলন গ্রাম বাংলায়— যার শিকার হতে হয় হরিহর ও তার পরিবারকে। ফলে ভাষার নিজস্ব লাবণ্য হারায়। দীর্ঘ চব্বিশ বছর পর পুনরায় ফিরে আসা (অপরাজিত)। নিশ্চিন্দিপুরের স্বপ্নালোক ছুঁয়ে যায় অপু, যা তার কাছে সুখ-স্মৃতিময়। ফলে তেরো বছরে যে নিশ্চিন্দিপুর ছিল লাবণ্যময় গ্রাম জীবনের দৃষ্টি। আমরা মতো সরল বালক-বালিকার দিকশূন্যপুর। তাই পরিণত বয়সে হয়ে উঠল গ্রাম বাংলার লাবণ্য রেখায় পাশাপাশি জীবন সংগ্রাম আর নিষ্ঠুর বাস্তবতার কঠোর দিকে। মনে হল বিভূতিভূষণ তো কেবল 'পথের পাঁচালি'র স্রষ্টা নন, তিনি অশনি সংকেত-এরও স্রষ্টা।

ছবি সৌজন্যে- গুগুল

সড়ক সম্প্রসারণে বিধায়কের আরজি মামলাকারীদের কাছে

প্রতিনিধি : যশোর রোডের পাশে থাকা প্রাচীন শিরিষ গাছের একটি ডাল ভেঙে পড়ে গাইঘাটার মাংস বিক্রেতা মৃত রতন মন্ডল ও মাংস কিনতে আসা ক্রেতা মৃত স্নেহাংশু বিশ্বাসের বাড়িতে গেলেন বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার। সোমবার দুপুরে প্রথমে তিনি স্নেহাংশু বিশ্বাসের রাজাপুরের বাড়িতে যান। পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন। পাশে থাকার আশ্বাস দেন। ফের তিনি বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি রামপদ দাসকে সঙ্গে নিয়ে মাংস বিক্রেতা মৃত রতন বাবুর বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। তাকে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন রতনের পরিবার।

ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার কাছ থেকে আর্থিক ক্ষতি পূরণের জন্য আবেদন করবেন বলে আশ্বাস দেন তিনি। কয়েক বছর আগে রেল সেতু তৈরির উদ্যোগ নেয় কেন্দ্র সরকার। এরপরই গাছ কাটা যাবে না— এই বিষয়ে আদালতে মামলা করে মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর। আদালতের নির্দেশে এখন গাছ কাটা বন্ধ। সড়ক সম্প্রসারণের কাজ থমকে রয়েছে। এদিন এপিডিআর ও পরিবেশ প্রেমীদের আন্দোলন নিয়ে প্রশ্ন তুলে স্বপন বাবু বলেন, "আমরা গাছ কাটার পক্ষে নই। কিন্তু আর কত প্রাণ

যাবে এভাবে গাছ চাপাপড়ে। আপনারা সব কিছু ছেড়ে রাস্তা করার পক্ষে আসুন। প্রয়োজনে সরকারকে শর্তদিন একটি গাছের বিনিময়ে ১০ টি করে গাছ লাগাতে হবে। স্বপন বাবুকে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসেন।

বিধায়কের কাছে সড়ক সম্প্রসারণের দাবি জানান, "বাসিন্দাদের উদ্দেশ্যে স্বপন বাবু বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ টাকা চার চারবার ফেরত গেছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি প্রায় ১৭শো কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। রাজ্য সরকার রাস্তার দু'পাশের দখল মুক্ত করলেই কেন্দ্রীয় সরকার ছয় মাসের মধ্যে রাস্তা তৈরির কাজ শুরু করবে।

সাম্প্রতিক কালে গোপাল বাবুর আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে এদিন স্বপন মজুমদার বলেন, "কোথাও কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে তৃণমূল সরকার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে। ঘটনার পরে দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও এখনো ওই দুই পরিবারকে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়নি।"

অসহায় অসুস্থ রোগীর পাশে বর্ণমালার সদস্যরা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গাইঘাটা ব্লকের রামচন্দ্রপুর গ্রামের বাসিন্দা কৃষ্ণ দাস। অসহায় দরিদ্র কৃষ্ণবাবু একটি সেলুনে কাজ করেন। বেশ কিছুদিন যাবৎ কিডনির সমস্যায় ভুগছেন। ভীষণ যন্ত্রনার কারণে কাজে যেতে পারছেন না।

বাড়িতে স্ত্রী ও এক নাবালিকা কন্যা রয়েছে। কৃষ্ণবাবুকে নিয়ে কি করবেন তা ভেবে পাচ্ছেন না তাঁরা। হত দরিদ্র কৃষ্ণবাবুর এই অবস্থার কথা জানতে পেরে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন ঠাকুরনগরের বড়া গ্রামের বর্ণমালা আর্ট এন্ড কালচারাল একাডেমীর কর্ণধার পেশায় শিক্ষক ইন্দ্রনীল ঘোষ। তিনি ছুটে যান কৃষ্ণবাবুর বাড়িতে।

সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে বনগাঁ জে আর ধর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান কৃষ্ণবাবুকে। রক্তের প্রয়োজন রোগীর, ডায়ালেসিসও করতে হয়। সময়মতো ডায়ালেসিস না হওয়ায় কৃষ্ণবাবুর অবস্থা সঙ্কটজনক হয়ে পড়ে।

সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন বারাসাত গুরুকুলের সদস্য সঞ্জীব রায় ও রাজীব রায়। ইন্দ্রনীলবাবু বর্ণমালার পক্ষে কিছু খাদ্য সামগ্রী কিনে নিয়ে আসেন অসহায় কৃষ্ণবাবুর বাড়িতে।

রাস্তায় উনুন জ্বালিয়ে রান্না করে প্রতিবাদ

প্রথমপাতার পর...

পার্ক এলাকায় এসে বনগাঁ চাকদা সড়কের উপর কয়লার উনুন জ্বালিয়ে গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে রান্না করেন মহিলা তৃণমূল

কর্মীরা। সেখানেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কুশপুতুল দাহ করা হয়।

বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি গোপাল শেঠ সহ একাধিক জেলা নেতৃত্ব এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। গোপাল বাবু বলেন, "পেট্রোপণ্য সার সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি ও বাংলাকে বঞ্চনার প্রতিবাদে আমরা বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার প্রতিটি ব্লকে ব্লকে আজ প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল করলাম।" যদিও তৃণমূলের এই মিছিলকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। বনগাঁর বিজেপি নেতা দেবদাস মন্ডল বলেন, "সবাই জানে পেট্রোপণ্যের দাম ভারত সরকার নয় আন্তর্জাতিক বাজারে দামের উপর নির্ভর করে বাড়ে কমে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী পেট্রোল-ডিজেলের উপরে যে মাশুল চাপিয়েছেন সেটি কেন কম করছেন না। বিদ্যুতের বিলের মাশুলও কমাচ্ছেন না। সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা না ভেবে সরকার রাজনীতি করছে।

বনগাঁ শহরের পাশাপাশি এদিন বিকেলে বাগদা, গাইঘাটা, স্বরূপনগর, গোপালনগর সহ একাধিক এলাকায় এই প্রতিবাদ মিছিল হয়।

গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজের প্লাটিনাম জুবিলি সার্থক করে তুলতে অধ্যক্ষ ও প্রাক্তণীদের সভা

নীরেশ ভৌমিক ঃ জেলা তথা রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী গোবরডাঙ্গা হিন্দু মহাবিদ্যালয় ৭৫তম বর্ষে পদার্পন করেছে। দীর্ঘ পথ চলার এই ৭৫ বছরকে স্মরণীয় করে রাখতে নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। আসন্ন এই প্লাটিনাম জুবিলিকে সার্থক করে তুলতে অধ্যক্ষ হরেকৃষ্ণ মণ্ডল গত ১৪মে কলেজের প্রাক্তণীদের নিয়ে এক সভায় মিলিত হন কলেজের শিক্ষার্থীদের সমবেত কণ্ঠে গাওয়া সংগীতের মধ্য দিয়ে সভা শুরু হয়। সভায় বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন কলেজের অধ্যাপক ও উৎসব আহ্বায়ক রমেশ বর্মন, অধ্যাপক অলীক নিয়োগী, বিজন নন্দী, ছিলেন প্রাক্তণী সমিতির সভাপতি সমীর কিশোর নন্দী, সম্পাদক অঞ্জন ঘোষ সহ সভাপতি কালিপদ সরকার, ড. নিরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়সহ বহু বিশিষ্টজন। এদিন কলেজের অধ্যক্ষ হরেকৃষ্ণবাবু নিজের পরিকল্পনাগুলি তুলে ধরে প্রাক্তণী ও বর্তমান পড়ুয়াদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'বিগত ৭৫ বছরে এই মহা বিদ্যালয়ের দেড় লক্ষাধিক প্রাক্তণ ছাত্র-ছাত্রী দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে রয়েছেন। অনেকেই স্বগৌরবে মাথা উঁচু করে কাজ করে চলেছেন।' আসন্ন প্লাটিনাম জুবিলী বিষয়ে তাদের পরিকল্পনা ও মতামত আহ্বান করেন। আসন্ন প্লাটিনাম জুবিলীকে স্মরণীয় করে রাখতে কলেজের পক্ষ থেকে স্মরণিকা প্রকাশ, কলেজের ইতিহাস ও উৎসব নিয়ে ডকুমেন্টারি ফিল্ম, প্রীতি ফুটবল ও ক্রিকেট ম্যাচ, স্বাস্থ্য শিবির, আন্তর্জাতিক সেমিনার, বিজ্ঞান প্রদর্শনী, কলেজ রোডের সৌন্দর্যায়ন, মনীষীদের মূর্তি প্রতিষ্ঠা, প্লাটিনাম জুবিলী তোরণ নির্মান এবং সুবিশাল দর্শনীয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হবে বলে

কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে। এছাড়াও উপস্থিত প্রাক্তণী, বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীসহ অন্যান্য বিশিষ্টজন আসন্ন উৎসবকে সার্থক করে তুলতে সর্বতো ভাবে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন।

দুর্ঘটনায় প্রয়াত বনগাঁ ব্লকের কর্মী গোবিন্দ শীল

নীরেশ ভৌমিক ঃ মাসাধিককাল আগে নিজের অফিসের সামনেই মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় জখম হন বনগাঁ ব্লকের সেচ দপ্তরের কর্মী চাঁদপাড়া ঢাকুরিয়া গ্রামের বাসিন্দা গোবিন্দ শীল (৫৮)। বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে মাস খানেক চিকিৎসার পর বাড়ি ফেরেন তিনি। গত রবিবার অপরাহ্নে ফের তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। বাড়ির লোকজন তাঁকে পুনরায় হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে সেদিন রাতেই (১৫মে) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন গোবিন্দ বাবু। পরদিন সকালে গোবিন্দ বাবুর মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই আত্নীয় পরিজন, পাড়া প্রতিবেশিগণ সহ বহু মানুষ তাঁকে শেষ দেখা দেখতে আসেন।

প্রয়াত মতুয়া ক্ষিরোদ বিহারী গাইনের শ্রদ্ধানুষ্ঠানে উপস্থিত সাংসদ শান্তনু ঠাকুর

নীরেশ ভৌমিক ঃ চাঁদপাড়া ঢাকুরিয়ার বাসিন্দা মতুয়া ভক্ত সুখেন্দ্রনাথ গাইনের, পিতা সদ্য প্রয়াত ক্ষিরোদ বিহারী গাইনের, শ্রদ্ধা অনুষ্ঠানে বহু মানুষ জনের সমাগম ঘটে ছিলেন মতুয়া, সংঘাধিপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতি মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর গাইঘাটার বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর সহ বহু বিশিষ্ট জন বিভিন্ন এলাকা থেকে শ্রদ্ধা বাসরে আসেন পাগল, গোঁসাই সহ বহু মতুয়া ভক্তগন। সাংসদ শান্তনু ও প্রয়াত মতুয়া ক্ষিরোদ বাইনের সুযোগ পুত্র সুখেন্দুবাবু উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত মতুয়ারা সংগীত ও ধর্ম আলোচনায় অংশ গ্রহন করেন। সকলেই প্রয়াত ক্ষিরোদগাইন এর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং ধর্ম আলোচনায় অংশ গ্রহন করেন।

বিপজ্জনক গাছের ডাল কাটার নির্দেশ দিলেন জেলা শাসক

প্রথমপাতার পর...

তাতে যদি আইন ভঙ্গ হয় সেটাও আমরা মেনে নেব।" তিনি পরিবারগুলির পাশে দাঁড়িয়ে আর্থিক সহযোগিতা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবেন বলে জানিয়েছেন। গাছের শুকনো বা মরা ডাল ভেঙে পড়ে মৃত্যু ও জখমের ঘটনা ঘটছে দীর্ঘদিন ধরে। অভিযোগ, প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিপজ্জনক গাছ কাটা হয় না। আশেপাশে প্রচুর দোকান রয়েছে, এ দিনের ঘটনার পর তারাও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। অভিযোগ, কিন্তু প্রশাসনের সেদিকে নজর নেই।

বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এর আগেও বকচরা এলাকায় গাছের ডাল ভেঙে এক বাইক আরোহীর মৃত্যু হয়েছিল। কয়েক বছর আগে মন্ডলপাড়া এলাকায় অটোর উপরে গাছের ডাল ভেঙে ৪ জন যাত্রীর মৃত্যু হয়েছিল। তার মধ্যে ছিলেন বনগাঁর সাংস্কৃতিক কর্মী বৈশাখী চট্টোপাধ্যায়ও। যশোর রোড সম্প্রসারণের দাবি মানুষের দীর্ঘদিনের। কয়েক বছর আগে সেতু তৈরির উদ্যোগও নেয় কেন্দ্র সরকার। কিন্তু তারপরই গাছ কাটা যাবে না বলে দাবি তুলে আদালতে মামলা করে মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর। আদালতের নির্দেশে এখন গাছ কাটা বন্ধ। ফলে সড়ক সম্প্রসারণের কাজও থমকে রয়েছে। সাম্প্রতিক এই ঘটনার পর বুধবার যশোর রোডের বিপজ্জনক ও মরা শিরিষ গাছের ডাল গুলি চিহ্নিত করে আদালতের নির্দেশ মেনে তার পরিচর্যার আবেদন জানাল (APDR) গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি। বুধবার APDR ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া অফিসে গিয়ে এই আবেদনপত্র জমা দেন। এই বিষয়ে মহকুমা শাসক জেলাশাসক সহ বনদপ্তরেও এই আবেদন জানিয়েছেন তারা।

প্রয়াত পঞ্চায়েত সদস্যর স্মরণ সভা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত বছর ৮মে তারিখে প্রয়াত হন চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ও প্রবীণ তৃণমূল নেতা রতন টিকাদার।

গত রবিবার প্রয়াত নেতার প্রথম মৃত্যু বার্ষিকিতে তাঁর স্মরণ সভার আয়োজন করেন পাড়া প্রতিবেশী সহ দলীয় নেতা কর্মীগণ। বুথ সভাপতি বাসুদেব সানার পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত প্রয়াত পঞ্চায়েত সদস্য রতন বাবুর স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপক দাস, দলনেতা শিক্ষক শ্যামল বিশ্বাস, দলনেত্রী তপতী সরকার ,অনিতা রায়, পরিমল সরকার সহ অঞ্চলের ছাত্র- যুব নেতৃত্ব। ছিলেন প্রয়াত রতন বাবুর সহধর্মিনী বীণাপাণি দেবী, কন্যা ঝুমা এবং ভাই গোপাল টিকাদার প্রমুখ। উপস্থিত সকলেই প্রয়াত নেতার প্রতিকৃতিতে ফুল মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিগন দল এবং এলাকার সার্বিক উন্নয়নে রতন বাবুর উদ্যোগ, কর্মতৎপরতা এবং সেই সঙ্গে তাঁর মধুর ব্যবহারের কথা উল্লেখ করে স্মৃতিচারণা করেন।

পৌরসভার কর্মীকে মারধর, ধৃত ২

প্রথমপাতার পর...

সূত্রে জানা গিয়েছে, পেট্রোপোল বন্দর দিয়ে বাংলাদেশে রপ্তানীর উদ্দেশ্যে পণ্য নিয়ে দৈনিক বিভিন্ন রাজ্য থেকে ট্রাক বনগাঁ শহরে আসে। রাজ্য সরকারের পার্কিংয়ে এসে গাড়িগুলি থাকে। পরবর্তীতে সিরিয়াল অনুযায়ী ট্রাকগুলিকে ছাড়া হয়। সে কারণে সিরিয়াল অনুযায়ী যেতে ট্রাকগুলিকে দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হয়। পরিবহন দপ্তর এই কাজ পরিচালনার জন্য বনগা বিএসএফ ক্যাম্পের মোড়সহ কয়েকটি জায়গায় চেকপোষ্ট তৈরি করেছে। পরিবহন কর্মীদের এই কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য বনগাঁ পৌর কর্মী ও পুলিশকর্মীরা থাকেন। অভিযোগ, ডিটেনশান এড়াতে মাঝেমধ্যেই কিছু অসাধু ব্যবসায়ী সিরিয়াল না মেনে বেআইনিভাবে ট্রাক পেট্রোপোল বন্দরে নিয়ে যায়। আর মোটা টাকার বিনিময়ে ওই ব্যবসায়ীদের সাহায্য করে কিছু অসাধু কর্মীরা। সম্প্রতি প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কড়া নজর রাখছিল। বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ বলেন, "গতকাল রাতে বিএসএফ ক্যাম্প মোড়ে ডিউটি করছিল অভিষেক মোদক। পেট্রোপোল গামী কয়েকটি ট্রাকের কাগজ পরীক্ষা করবার সময় সঠিক কাগজপত্র না মেলায় ওই বেআইনি ট্রাকগুলি আটকে পরিবহন দপ্তরের কর্মীদের হাতে তুলে দেয় অভিষেক। সেই আক্রোশে অভিষেককে নেতাজি মার্কেট এলাকায় তুলে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধর করা হল।" রাতে বনগাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হলে দু-জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

M. 8250131562 9333055067
সরকার অনুমোদিত
গৌতমের দি স্পন্দন
প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরী
হেনা ও কুশারী ফার্মেনীর পার্শ্বে
এখানে সব রকমের রক্ত, মল, মূত্র পরীক্ষা করা হয়
এবং ই.সি.জি, এক্সরে, আলট্রাসোনোগ্রাফী করা হয়।
রেটপাড়া, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩২৩৫, পশ্চিমবঙ্গ

বারাসাতে জে আর ফিল্মস্‌এর চলচিত্র প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হল ১৭টি ছবি

নীরেশ ভৌমিক ঃ জেলা সদর বারাসাতের তিতুমীর হলে গত ১৫ মে অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় জেআর ফিল্মস্ আয়োজিত ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল-২০২২। এদিন সকালে আয়োজিত ফেস্টিভ্যালের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রবীণ অভিনেতা পার্থসারথী ঘোষ, ছিলেন প্রযোজক নরেশ পাঠঘরা,

শুভেন্দু মুখার্জী সহ জেলার বিভিন্ন পত্র পত্রিকার কয়েকজন সাংবাদিকও। আয়োজক জে আর ফিল্মস এর কর্ণধার ও নির্দেশক জয়ন্ত মণ্ডল সকলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। সংস্থার সদস্যগণ সাংবাদিক সহ সকল বিশিষ্ট জনেদের পুষ্পস্তবক ও স্মারক উপহারে শুভেচ্ছা জানান। স্বাগত ভাষণে জয়ন্তবাবু চলচিত্র শিল্পে নতুন নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রীর খুঁজে পেতে এবং তাঁদের প্রতিভা দর্শকদের সামনে তুলে ধরতে এই চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শনীর আয়োজন বলে জানান। প্রতিযোগিতামূলক একদিনের প্রদর্শনীতে মোট ১৭ টি স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। এছাড়াও ছিল ডকুমেন্টারি ফিল্ম ও মিউজিক ভিডিও প্রদর্শনী। প্রদর্শিত হয় সাইলেন্ট শর্ট ফিল্ম বুম। প্রতিযোগিতা শেষে বিভিন্ন দিকে সেরা ছবি ও বক্তিবর্গকে শংসাপত্র ও স্মারক উপহারে পুরস্কৃত করা হয়। উৎসবে সেরা ডকুমেন্টারি ফিল্ম এর পুরস্কার লাভ করেন নির্দেশক অভিরণ চ্যাটার্জী। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের উপর তৈরী ছবি রাঙামাটি ইন দ্যা ব্লাড-১৯৭১। সেরা ড্রামাটিক ফিল্ম এর পুরস্কার পায় মা তুমি চলচ্চিত্রটি। সেরা চিত্রনাট্য পূর্ণেন্দু হালদারের ওয়ারেন্ট। 'বাস্তব' সিনেমায় শেখ সায়ন সেরা শিশু শিল্পীর পুরস্কার লাভ করে। পুরস্কার পান সেমিকোলন ছবির ডিরেক্টর। এছাড়াও ভ্রান্তধারণা, শৈশব, এক চিলতে রোদ্দুর, লাইফ ইজ বিউটিফুল ইত্যাদি ছবিগুলিও বিভিন্ন দিকে পুরস্কার লাভ করে। সেরা গল্প 'পড়ন্ত বেলা' চলচ্চিত্রের জন্য পুরস্কার পান গল্পকার বিশিষ্ট অভিনেত্রী অজন্তা দেববর্মণ।

এছাড়া সেরা মিউজিক ভিডিওর জন্য পুরস্কার লাভ করেন প্রাঞ্জল বক্সি। জে আর ফিল্মস্ এর নতুন ছবি প্রাণ ভোমর এর প্রিমিয়ার শো অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনায় বিশিষ্ট শিক্ষক ও অভিনেতা পিনাকী দে প্রশংসার দাবি রাখেন।

ইমন মাইম সেন্টারের কর্মশালা

সঞ্জিত সাহা ঃ গত ১৫ মে রবিবার এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সূচনা হয় মছলন্দপুরে অন্যতম সাংস্কৃতিক সংস্থা ইমন মাইম সেন্টার আয়োজিত মূকাভিনয় ও নাটকের কর্মশালা। সংস্থা পরিচালিত নবনির্মিত পদাতিক মঞ্চে আয়োজিত কর্মশালার উদ্বোধন করেন ওপার বাংলার বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব শামীমা আখতার মুক্তা,উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্ট জনদের মধ্যে ছিলেন গোবরডাঙার বিশিষ্ট নাট্য নির্দেশক ও অভিনেতা জীবন অধিকারী, মুকুন্দ চক্রবর্তী, ছিলেন প্রখ্যাত নৃত্য শিল্পী আল্পনা সরকার প্রমুখ। ইমন মাইমের পরিচালক ধীরাজ হাওলাদার সকলকে স্বাগত জানান।

এদিনের কর্মশালায় মোট ৫৩ জন প্রশিক্ষনার্থী যোগদান করে। বিশিষ্ট প্রশিক্ষকগণ সমবেত প্রশিক্ষনার্থী গণের সামনে আয়োজিত কর্মশালার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। বয়সভেদে দুটি গ্রুপে প্রশিক্ষনার্থী ছোট- বড় ছাত্র- ছাত্রীরা মূকাভিনয় ও নাটকের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহন করে। আয়োজক ইমন মাইম সেন্টারের কর্ধার ধীরাজ বাবু জানান, এখন থেকে নিয়মিত ভাবে প্রতি রবিবার এই প্রশিক্ষণ চলবে। উপস্থিত সকল প্রশিক্ষনার্থীগনের মধ্যে এদিনের কর্মশালকে ঘিরে বেশ উৎসাহ-উদ্দীপনা চোখে পড়ে।

রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার কবি প্রণাম

নীরেশ ভৌমিক ঃ নাটকের শহর গোবরডাঙ্গার অন্যতম নাট্যদল রবীন্দ্র নাট্যসংস্থা আয়োজিত ২৫ শে বৈশাখের স্থগিত হওয়া রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তীর অনুষ্ঠান সম্প্রতি হল গত ১৪ মে। এদিন অপরাহ্নে স্থানীয় গড়পাড়া বিধান স্মৃতি সংঘ ময়দানে আয়োজিত শতাধিক শিক্ষার্থীর বসে আঁকো প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে সংস্থা আয়োজিত জাতীয় রঙ্গমহোৎসব গোবরডাঙ্গা-এর সূচনা হয়। শুরুতেই কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে ফুলমালা অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

উদ্যোক্তারা এদিন গোবরডাঙ্গা পৌরসভার নবনিযুক্ত কাউন্সিলরদের উত্তরীয় ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন সংস্থার কর্ণধার বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য। সম্পাদক প্রদীপ ভট্টাচার্য ও সদস্য স্মৃতি চক্রবর্তী সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

এদিন সংস্থার সদস্যরা কবিগুরুর সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তির মাধ্যমে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা জানান। গীতারে রবীন্দ্র সংগীতের সুর ও ঠাকুরনগর মাইম একাডেমীর শিল্পীদের মূকাভিনয় সমবেত দর্শকমন্ডলীর প্রশংসা লাভ করে। উৎসব প্রাঙ্গনের ইচ্ছাপূরণ হাটে বেচা কেনা উপস্থিত সকলের নজর কাড়ে।

ভবঘুরে ও ভিক্ষা জীবীদের মধ্যাহ্ন ভোজন কেজি গ্রুপের

নীরেশ ভৌমিক ঃ প্রতিদিন যাদের খাবার জোটে না, জুটলেও তাতে পেট ভরে না। সেই সমস্ত অসহায়, হতদরিদ্র মানুষজনকে একদিন পেট পুরে খাওয়ালেন চাঁদপাড়ার নবগঠিত কে জি গ্রুপের সদস্যরা। সংস্থার সভাপতি গোবিন্দ পাল ও সম্পাদক টুটুল বিশ্বাসের উদ্যোগে গত ৮মে স্থানীয় আমতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুই শতাধিক নিরন্ন মানুষজনের মুখে পেটভর্তি খাবার তুলে দেওয়া হয়। এদিনের ভোজন কর্মসূচীতে অংশ নেন মঠের বৈষ্ণব ও সাধুগণও। মেনু ছিল ভাত, ডাল, তরকারি, পটলের দোরমা, চাটনি, পাঁপড় আর শেষ পাতে ছিল পায়েস, রসগোল্লা। নিরামিষ আহার সকলেই তৃপ্তি সহকারে গ্রহন করেন। কেজি গ্রুপের সদস্যদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এলেকার বহু বিশিষ্ট মানুষজন সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন। অনেকে পরিবেশনেও হাত লাগান। স্বেচ্ছা রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবিরের পর অসহায় নিরন্ন মানুষজনকে পেটপুরে খাওয়ানোর এই মহতী উদ্যোগকে এলেকার শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষজন সাধুবাদ জানান।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে তৃণমূলের মিছিল ও পথসভা

নীরেশ ভৌমিক ঃ পেট্রোল ডিজেল সহ গৃহস্থের একান্ত প্রয়োজনীয় রান্নার গ্যাস, কেরোসিন তেলের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে নেমেছে এরাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। দলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা কমিটির আহ্বানে গত ১৬মে মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে মিছিল ও পথসভা সংগঠিত হয়। এদিন অপরাহ্নে তৃণমূল কংগ্রেসের গাইঘাটা ব্লক-২ কমিটির সভাপতি শিক্ষক শ্যামল বিশ্বাসের নেতৃত্বে ব্লকের ফুলসরা অঞ্চলে মিছিল করেন তৃণমূল নেতা-কর্মীগণ। মিছিলের উদ্বোধন করেন প্রবীণ দলনেতা তথা গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গোবিন্দ দাস। ছিলেন কর্মাধ্যক্ষ অজয় দত্ত, শ্যামল ঘোষ, কালিপদ বিশ্বাস, তাপসী ঘোষ, ফুলসরার প্রধান সুভাষ ঘোষ, চাঁদপাড়ার দীপক দাস, যুব নেতৃত্ব জয়দেব বর্ধন, সাগর দাস, আই এন টি টি ইউ সি-র ব্লক সভাপতি বাপী হাজরা, দলীয় শিক্ষক নেতা মধুসূদন সিংহ, মিঠুন বিশ্বাস, ছাত্রনেতা তাপস দাস, আকাশ বিশ্বাস, ছিলেন জেলা পরিষদ সদস্য সুভাষ রায়, দলনেতা উত্তম মন্ডল, উত্তম সরকার, উত্তম লোধ প্রমুখ। বিশাল মিছিল নহাটা মোড় থেকে যশোর রোড ধরে চাঁদপাড়া অভিমুখে যাত্রা করে। দলীয় পতাকা, ফ্লেক্স, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড ও স্লোগানে মিছিল আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে। মিছিল থেকে জীবনদায়ী ঔষধসহ বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে স্লোগান ওঠে।

ধানের গাদায় আগুন

প্রথমপাতার পর...

সেই ধান আজ ঝাড়ার কথা ছিল। আজ ভোর রাতে হঠাৎই তাদের ঘুম ভেঙে যায় এবং দেখতে পান ধানের গাদায় আগুন জ্বলছে। তড়িঘড়ি নিজেরাই বাড়ির মোটর দিয়ে আগুন নেভাতে শুরু করেন। দিলীপ বাবু বলেন,এই ধানই তাদের সারা বছরের খাবার ছিল। আগুনে বেশির ভাগ ধান নষ্ট হয়ে গিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান ধর্মপুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্মল ঘোষ। ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দেন তিনি।

ধৃত বাংলাদেশি

প্রথমপাতার পর...

তার পাসপোর্ট দেখে অভিবাসন দপ্তরের কর্মীদের সন্দেহ হয়।

তাকে আটক করে জেরা করলে ধৃত জানায় সে বাংলাদেশি। এর পরেই পুলিশের হাতে তুলে দেয় অভিবাসন দপ্তর আধিকারিকরা। মঙ্গলবার সকালে ধৃতকে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে পেট্রোপোল থানার পুলিশ।

স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা

প্রথমপাতার পর...

স্ত্রী শতাব্দি দেবনাথ সোমবার স্বামীর বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিল।

অভিযোগ, স্ত্রীকে হত্যার উদ্দেশ্যে তার গলা চেপে তার গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে দেয় স্বামী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েক বছর আগে মিঠুনের সঙ্গে শতাব্দী বিয়ে হয়েছিল। তাদের একটি পুত্র, একটি কন্যা সন্তান রয়েছে। ধৃত মিঠুন পুলিশে কর্মরত হওয়ায় বেশিরভাগ সময় বাড়িতে থাকতেন না।

অভিযোগ, ছুটিতে বাড়িতে এলেই স্ত্রীর উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালাত। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ২০১৬ সাল নাগাদ শতাব্দি দেবী গাইঘাটা থানায় স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। শতাব্দি জানিয়েছেন, ছেলে মেয়ের কথা ভেবে তিনি সংসারে ফিরে এসেছিলেন। এরপর সাময়িক কিছুদিন মিঠুন শান্ত থাকলেও পরবর্তী সময়ে ফের স্ত্রীর উপর শারীরিক নির্যাতন করতে থাকে সে।

সোমবার রাত এগারোটা নাগাদ মিঠুন মদ্যপ অবস্থা বাড়ি এসে স্ত্রীকে মারধর করতে থাকে। অভিযোগ তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে তার গলা চেপে তার গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে দেয়। শতাব্দি দেবীর চিৎকার চেঁচামেচি শুনে আশ পাশ থেকে মানুষজন ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে।

রাতেই মহিলা স্বামীর বিরুদ্ধে গাইঘাটা থানায় লিখিত অভিযোগ জানালে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে বিষয়টি বনগাঁ জি আর পি থানায় জানান। মঙ্গলবার সকালে ধৃতকে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠালে বিচারক তাঁকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

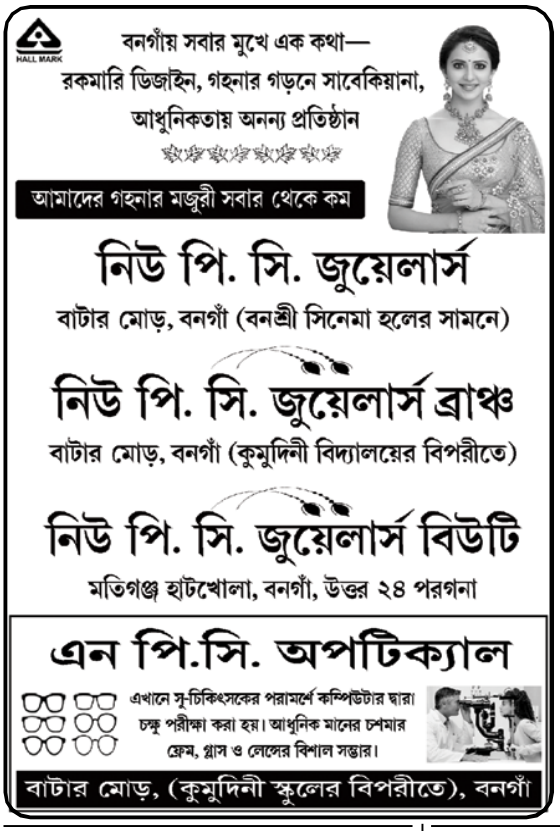

বিজ্ঞাপনের জন্য
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৮৯১৮৭৩৬৩৩৫

COMPUTER & PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয়
কার্টিজ রিফিল করা হয়।
UNICORN
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

Arup Kumar Nath
Customs Clearing & Forwarding Agent
: 03215-245 718
9475399888
8768010885
: absenterprise43@gmail.com
absenterprise43@yahoo.com
A.B.S. ENTERPRISE
Hazi Market (1st Floor) ● PETRAPOLE ● BONGAON ● NORTH 24 PARGANAS

তান্ত্রিক জ্যোতিষ সম্রাট চণ্ডীরত্ন গীতাভারতী, স্বর্ণপদক প্রাপ্ত
এস এস আচার্য / এস এস চ্যাটার্জী
ব্যবসা, চাকুরী, বিবাহ, বিদেশযাত্রা, গ্রহদোষ, বাস্তুদোষ, প্রতিকারসহ শ্রাদ্ধ-শান্তি, উপনয়ণ এবং প্রায়শ্চিত্ত করা হয়।
পুরোহিত শুভজিৎ আচার্য
চাঁদপাড়া ১নং রেলবাজার, ঢাকুরিয়া কালীবাড়ি, ২৪ পরঃ (উঃ)
মোঃ ৯৩২২৩৬১১৫/৯৭৩৪৩৭৮৯০৩/৮৩৭১০৪৬৪৯৭

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at Kumar Press at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - 9232633899 / 9647791986 / 7076271952
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in **Editor- Utpal Mallick**